পার্বত্য চট্টগ্রামে আধুনিক শিক্ষা

উম্মে হাবিবা ইয়াছমিন

তাম্রলিপি

ভূমিকা

পার্বত্য চট্টগ্রামে আধুনিক শিক্ষা গ্রন্থটি বাংলাদেশের তিনটি পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে আধুনিক শিক্ষা বিস্তার তথা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারের উপর রচিত একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এটি গবেষক উম্মে হাবিবা ইয়াছমিন কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে আমার তত্ত্বাবধানে প্রণীত এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ "পার্বত্য চট্টগ্রামে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার (১৯৬০-২০১৫)"-এর উপর ভিত্তি করে লিখিত হয়েছে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৪টি আদিবাসী জাতি দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছেন যাদের রয়েছে স্বতন্ত্র ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, নৃতাত্ত্বিক গঠন, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। কিন্তু বাংলাদেশের সমতলে বসবাসরত বাঙালিদের তুলনায় শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতিসহ নাগরিক সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা অনেক বেশি উপেক্ষিত। বাংলা তথা ভারতবর্ষে ১৮৩৫ সালে আধুনিক শিক্ষার প্রচলন হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের পর, কেননা এই বাঁধের ফলে সৃষ্ট বিরূপ প্রভাবে তারা সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বের প্রতি আস্থা হারান এবং শিক্ষালাভের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেন। এই গ্রন্থে পার্বত্য চট্টগ্রামে কীভাবে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার হয় এবং এর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাশাপাশি শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতৃবৃন্দের ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে, বিশেষতঃ কৃষ্ণকিশোর চাকমা, চিত্তকিশোর লারমা, এম এন লারমা, সন্তু লারমা প্রমুখের ভূমিকা। ব্রিটিশ শাসনামল থেকে শুরু করে, পাকিস্তানি আমল এবং পরবর্তী বাংলাদেশ শাসনামলের রাষ্ট্রীয় নীতির আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষার অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদান ও এই শিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ে সম্যক ধারণা পেতে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির ধারা,

শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ ও নীতিমালা তুলে ধরা হয়েছে। বেসরকারিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদান প্রসঙ্গেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদানের পরিকল্পনা করা হয় যা বাস্তবায়ন হয় ২০১৭ সালে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি ও সমতলের ২টি-সহ মোট ৫টি ভাষায় আদিবাসী শিশুরা মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের সুযোগ পাচ্ছে যা নি:সন্দেহে শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি নতুন পর্যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে আধুনিক শিক্ষা নিয়ে বিস্তৃত পরিসরে এর আগে কোন গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। গ্রন্থটি বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠী, শিক্ষা, ভাষা, সমাজ ও রাজনীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে গবেষক, সাংবাদিকসহ সারাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজের শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অন্যতম প্রয়োজনীয় গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে।

অধ্যাপক ড. মেসবাহ কামাল

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং
সভাপতি, আন্তর্জাতিক জন-ইতিহাস ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

সূচিপত্র

উপক্রমণিকা **১৫**

২. গবেষণার বিভিন্ন দিক ১৮
- ২.১ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১৮
- ২.২ প্রাসঙ্গিক গবেষণাসমূহের পর্যালোচনা ১৯
- ২.৩ গবেষণার পরিধি ২৩
- ২.৪ গবেষণা পদ্ধতি ২৩
- ২.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ২৪

৩. পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য ২৪
- ৩.১ অবস্থান ও আয়তন ২৪
- ৩.২ সীমানা ২৭

৪.পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা ২৮
- ৪.১ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিচয় ২৮
- ৪.২ নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ২৯
- ৪.৩ পার্বত্য জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৪৯
- ৪.৪ ঐতিহাসিক পটভূমি ৫২

৫. পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থসামাজিক অবস্থা ৫৬

৬. পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক কাঠামো ৫৮
- ৬.১. পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৯০০ ৫৯
- ৬.২. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৬১
- ৬.৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ৬২
- ৬.৪. রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ ৬৩
- ৬.৫. খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ৬৪
- ৬.৬. বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ ৬৫

৭. বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ৬৬
- ৭.১. পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ৬৬
- ৭.২ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট ৬৭

৮. পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষাব্যবস্থা ৬৮

৯. উপসংহার ৭৩

অধ্যায় – ২ : পাবর্ত্য চট্টগ্রামে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের প্রেক্ষাপট (প্রাচীনকাল হতে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত) **৭৫**

১. সূচনা ৭৫

২. প্রেক্ষাপট ৭৬

২.১ মন্দিরকেন্দ্রিক শিক্ষা কার্যক্রম ৭৬
২.২ মঠকেন্দ্রিক শিক্ষা কার্যক্রম ৭৭
২.৩ মক্তব ও মাদ্রাসাভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম ৮০
২.৪ পাঠশালা ও টোলভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম ৮৩

৩. ভারতে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের কার্যক্রম ৮৬

৩.১ ভারতে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে মিশনারিদের অবদান ৮৬
৩.২ ব্রিটিশদের উদ্যোগে শিক্ষা কার্যক্রম ৮৯

৩.৩ ভারতীয় স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক শিক্ষাবিস্তার ৯২

৪. আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে ব্রিটিশ কর্তৃক প্রণীত আইন ও কর্মকাণ্ড ৯৫

৪.১ কোম্পানি সনদ আইন, ১৮১৩ ৯৫
৪.২ General Committee of Public Instruction, 1823 ৯৬
৪.৩ লর্ড মেকলে রিপোর্ট, ১৮৩৫ ৯৯
৪.৪ উড-এর এডুকেশনাল ডেসপ্যাচ, ১৮৫৪ ১০২
৪.৫ হান্টার কমিশন, ১৮৬২ ১০৫
৪.৬ নাথান কমিশন, ১৯১২ ১০৬
৪.৭ দি বেঙ্গল প্রাইমারি এডুকেশন অ্যাক্ট, ১৯৩০ ১০৭
৪.৮ ইস্ট বেঙ্গল এডুকেশনাল সিস্টেম রিকনস্ট্রাকশন কমিটি, ১৯৪৯ ১০৭
৪.৯ এডুকেশনাল রিফর্মস কমিশন, ১৯৫৭ ১০৮
৪.১০ জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক কমিশন, ১৯৫৮ ১০৮
৪.১১ ছাত্র সমস্যা ও ছাত্রকল্যাণ বিষয়ক কমিশন, ১৯৬৪ ১১০

৫. পার্বত্য চট্টগ্রামে আধুনিক শিক্ষাবিস্তার ১১০

৬. উপসংহার ১১৩

অধ্যায় – ৩ : মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে শিক্ষা আন্দোলন (১৯৬১-১৯৮৩) **১১৫**

১. সূচনা ১১৫

২. মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার পরিচয় ১১৬

৩. শিক্ষা জীবন ১১৭

৪. শিক্ষা বিস্তারে তার ভূমিকা ১২০

৪.১ পাহাড়ি ছাত্র সমিতি প্রতিষ্ঠা ও তার যোগদান ১২৪

৪.২ কাপ্তাই বাঁধের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ১২৮
৪.৩ লারমার নেতৃত্বে ছাত্র-আন্দোলন ও কার্যক্রম ১৩০
৪.৪ শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ১৩২
৪.৫ সহকর্মীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ১৩৩
৪.৬ নতুন নেতৃত্ব তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি ১৩৪
৪.৭ ঐতিহাসিক ছয় দফা : পাহাড়ি ছাত্রদের অংশগ্রহণ ১৩৫
৪.৮ ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান : পাহাড়ি ছাত্রদের অংশগ্রহণ ১৩৭
৪.৯ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের চিন্তা-চেতনা ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি ১৩৯
৫. পার্বত্য চট্টগ্রামে আধুনিক শিক্ষার বিস্তারে ৭২ পরবর্তী লারমার উদ্যোগ ১৪২
৬. উপসংহার ১৪৬

অধ্যায় – ৪ : জন-উদ্যোগে শিক্ষাবিস্তার ১৪৮

১. সূচনা ১৪৮
২. পার্বত্য চট্টগ্রামে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনে প্রতিবন্ধকতা ১৪৯
২.১ সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্ব ১৪৯
২.২ ত্রুটিপূর্ণ ভূমি ব্যবস্থাপনা ১৫১
২.৩ ভাষাগত সমস্যা ১৫১
২.৪ সচেতনতার অভাব ১৫২
২.৫ শিক্ষা বিস্তারে রাষ্ট্রের অনীহা ও শিক্ষকের অপ্রতুলতা ১৫৩
৩. পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা বিস্তারে জন-উদ্যোগের ভূমিকা ১৫৩
৩.১ কৃষ্ণকিশোর চাকমা ১৫৪
৩.২ চিত্তকিশোর লারমা ১৫৬
৩.৩ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ১৫৭
৩.৪ জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) ১৫৭
৪. শিক্ষা ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অবদান ১৫৯
৫. মোনঘর ১৬১
৫.১ ভূমিকা ১৬১
৫.২. নামকরণ ১৬৪
৫.৩ প্রেক্ষাপট ১৬৫
৫.৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১৭৩
৫.৫ শিক্ষা কার্যক্রম ১৭৩
৫.৬ মোনঘর শিশুদের সেবা, কল্যাণ ও অধিকার সংক্রান্ত বিষয়াবলি ১৭৮
৫.৭. সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের মিলনকেন্দ্র ১৭৮
৬. উপসংহার ১৭৯

অধ্যায়–৫ : রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শিক্ষাবিস্তার ১৮১

১. সূচনা ১৮১

২. ব্রিটিশদের উদ্যোগে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনা ১৮২

৩. পাকিস্তানি আমলে শিক্ষাবিস্তার ১৯০

৪. স্বাধীনতাত্তোর শিক্ষাবিস্তার ১৯৪

৫. রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শিক্ষা বিস্তারে প্রতিবন্ধকতা ১৯৮

৫.১ জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৯

৫.২ সরকারের সহানুভূতির অভাব ২০১

৫.৩ মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের অভাব ২০৩

৫.৪ দক্ষ শিক্ষকের অভাব এবং অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দান ২০৫

৫.৫ ১৯৯৭ সালের চুক্তি অবাস্তবায়ন ২০৮

৬. আন্তর্জাতিক সনদ ও নীতিমালাসমূহ, আইএলও সনদ, জাতিসংঘের আদিবাসী ২০৯

৭. বাংলাদেশের জাতীয় সংবিধান, জাতীয় সনদ ও নীতিমালাসমূহ ২১২

৮. উপসংহার ২১৭

অধ্যায় – ৬ : মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক প্রাথমিক শিক্ষা (১৯৯৭-২০১৫) ২১৯

১. উপক্রমণিকা ২১৯

২. পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত আদিবাসীদের মাতৃভাষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ২২০

৩. বর্তমান আদিবাসীদের মাতৃভাষার অবস্থা ও চর্চা ২২৭

৪. মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক প্রাথমিক শিক্ষা ২৩১

৫. বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা ২৩৪

৫.১ কারিতাস ২৩৫

৫.২ UNDP (United Nations Development Programme) ২৩৭

৫.৩ মাল্টিলিংগুয়াল এডুকেশন (এমএলই) ফোরাম ২৩৭

৫.৪ NCIP-RDC ২৩৮

৫.৫ জাবারাং কল্যাণ সমিতির ২৩৯

৫.৬ সেভ দ্য চিলড্রেন ২৪২

৬. সরকারি উদ্যোগে মাতৃভাষায় বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রম ২৪৩

৭. মাতৃভাষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ ও নীতি ২৪৯

৮. মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনে সমস্যা ২৫২

৯. মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম সফল করে তোলার জন্য করণীয় ২৫৫

১০. আদিবাসী শিশুদের বহুভাষিক শিক্ষার গুরুত্ব ২৬০
১১. উপসংহার ২৬৩
অধ্যায় – ৭ : পরিশেষ **২৬৪**
পরিশিষ্ট ১ : Mscaulay's Minute on Education, 1835 **২৭৫**
পরিশিষ্ট ২ : সংশোধিত সংবিধান, মোনঘর, ২০১২ **২৮৫**

অধ্যায় : ১

উপক্রমণিকা

১. প্রাককথন

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূ-প্রকৃতিগতভাবে বাংলাদেশের অপরাপর অংশ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।[১] পার্বত্য চট্টগ্রামে চৌদ্দটি আদিবাসী সংখ্যালঘু জাতি বসবাস করেন[২] যারা সংস্কৃতি তথা ভাষা, সাহিত্য, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, চালচলন, মনন, আচার-ব্যবহার, ধ্যানধারণা, রীতিনীতি, জীবনধারা, সামাজিক প্রথা ও বিশ্বাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৃহত্তর জাতি বাঙালিদের থেকে পৃথক এবং স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী। সংখ্যাল্পতা ও বাঙালির কর্তৃত্ববাদী রাজনীতির কারণে তারা চিহ্নিত হয়েছেন 'উপজাতি' হিসেবে।[৩] বাংলাদেশের এক-দশমাংশের অধিক এলাকা নিয়ে গঠিত বিশেষ এই অঞ্চলটিতে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার কীভাবে ঘটেছে তা সবিস্তারে জানার লক্ষ্যেই এই গবেষণা। ব্রিটিশ শাসনামলে উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক যখন ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর ছিলেন তখন টমাস বেবিংটন মেকলের প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির আলোকে 'English Education Act 1835' প্রবর্তিত হয় এবং এর মাধ্যমে

---

১. হিরণ মিত্র চাকমা ও মংসিংঞো মারমা, 'পটভূমিকা : পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল', মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য (সম্পাদিত), বাংলাদেশের আদিবাসী : এথনোগ্রাফিয় গবেষণা, প্রথম খণ্ড, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৫, পৃষ্ঠা ৫৮।

২. মনোজ বাহাদুর গুর্খা, *পার্বত্য চট্টগ্রামের গুর্খা জনগোষ্ঠী*, হিমাদ্রী বাহাদুর গুর্খা, সেঞ্জিত বাহাদুর গুর্খা ও তনুশ্রী গুর্খা কর্তৃক প্রকাশিত, রাঙামাটি, ২০১৬, পৃষ্ঠা ৭। আরও দেখুন, 'এক নজরে জাতিগোষ্ঠী', *জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস*, বান্দরবান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বান্দরবান, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত, ওয়েবসাইট: http://dpe.bandarban.gov.bd/

৩. অনুচ্ছেদ ২৩ক, সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪নং আইন)-এর ১৪ ধারাবলে ২৩ক অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (১৯৭২ সনের আইন), ঢাকা, ২০১১। ওয়েবসাইট: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act

বাংলা তথা ভারতেবর্ষে আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন হয়[৪], কিন্তু এর প্রভাব পার্বত্য চট্টগ্রামে কতখানি ও কতদিনে এবং কীভাবে পৌঁছেছিল তা নিয়ে অদ্যাবধি কোনো গবেষণা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসে ১৮৬০ সালে এবং সেখানে যে সামন্ততান্ত্রিক প্রথা বিদ্যমান ছিল তাতে সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বরা চাইত না সাধারণ প্রজারা লেখাপড়া করে শিক্ষিত হোক।[৫] এছাড়া তৎকালীন পার্বত্য জনগণও শিক্ষার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন না বা তাদেরকে সচেতন করার কাজে তেমন কেউ উদ্যোগী ছিলেন না বললেই চলে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে আধুনিক শিক্ষার বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন কৃষ্ণকিশোর চাকমা। তিনি বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে গ্রামের সাধারণ জনগণকে শিক্ষার ব্যাপারে সচেতন করেন।[৬] ১৯৫৮ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগণের স্বার্থের কথা না ভেবে এবং জনমত যাচাই না করেই রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাইয়ে কর্নফুলি নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু করে যার সমাপ্তি হয় ১৯৬০ সালে। কাপ্তাই বাঁধের কারণে মানুষের ওপর সৃষ্ট বিরূপ প্রভাব এবং তা প্রতিহত করার ক্ষেত্রে সামন্ত নেতৃত্বের অপারগতার কারণে পাহাড়ি জনগণের মধ্যে অনেকের মনে নতুন নেতৃত্ব তৈরি করার প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি ঘটায় এবং সেই সাথে তারা এটাও অনুধাবন করেন যে এজন্য শিক্ষালাভের বিকল্প নেই।[৭] মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (এম এন লারমা) পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে আগ্রহী করে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন।[৮] পরবর্তীকালে তার ভাই জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)-এর নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে দ্রুত শিক্ষা বিস্তার হয়। তার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় পার্বত্যাঞ্চলে অনেক স্কুলও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৯]

৪. শহিদুল ইসলাম, *শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ*, ভূমিকা, ঢাকা, ২০১৫, পৃষ্ঠা ১১৬,
আরও দেখুন, John Clive, *Macaulay: The shaping of the Historian,* Cambridge University Press, New York, 1973, page 365-366.

৫. শরদিন্দু শেখর চাকমা, *পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আমার জীবন*, প্রথম খণ্ড, অঙ্কুর, ঢাকা, ২০০২, পৃষ্ঠা ১৫-১৬।

৬. ঐ, পৃষ্ঠা ১৫,
আরও উল্লেখিত হয়েছে মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ (মেসবাহ কামাল), *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সংগ্রাম*, অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫, পৃষ্ঠা ১৭৪-১৭৫।

৭. আলীউর রহমান, *রাঙ্গামাটির ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, গতিধারা, ঢাকা, ২০১৫, পৃষ্ঠা ৩৭৩-৩৭৪।

৮. মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ (মেসবাহ কামাল), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৫৬।

৯. ঐ, পৃষ্ঠা ১৯৭।

১৯৭২ সাল থেকে আদিবাসী স্বীকৃতিবিষয়ক সাংবিধানিক বিতর্ক এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে পরবর্তীকালে শুরু হওয়া সশস্ত্র সংঘাতের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে 'উন্নয়ন'-এর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এসময় বেশ কিছু স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় যার ফলে আধুনিক শিক্ষা অনেকটা বিস্তৃত হয়। ফলে অনেক আদিবাসীর জন্য প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা লাভের পথ সুগম হয়। পরবর্তীতে যখন ১৯৭৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের শিক্ষাসহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়, তখন শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক উন্নয়ন লক্ষ করা যায়। এসময় শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেকগুলো কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল যেমন, স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়, মেধাবীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়।[১০] কিন্তু এই স্কুলগুলোতে মূলত আদিবাসী শিশুরা তেমন সুযোগ পায়নি কেননা স্কুলগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সমতল জায়গাতে যেখানে আদিবাসীদের পড়তে আসা অনেকটা দুঃসহনীয় এবং পড়াশুনার মাধ্যমও ছিল বাংলা। ফলে লক্ষ করা যায় যে, এ ধরনের স্কুলগুলোতে মূলত বাঙালি ছেলে-মেয়েরা পড়াশুনার সুযোগ পেয়েছিল বেশি। এ প্রসঙ্গে মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা বলেন যে[১১]:

> "৮০'র দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ স্কুলগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মূলত কোনো বাজারের সন্নিকটে বা রাস্তার পাশে যেখানে মূলত সমতলে বসবাসকারী স্থানীয় বাঙালিরাই বেশি পড়াশুনার সুযোগ পেয়েছিল। কেননা অধিকাংশ আদিবাসী প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করত ফলে ওই দুর্গম এলাকা থেকে স্কুলে এসে পড়ার সুযোগ তেমন ছিল না এবং সেসময় যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভালো ছিল না।"

১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির একটি ধারা ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষাদান।[১২] পরবর্তীকালে বেসরকারি বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের জন্য

১০. আলীউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ৩৭৫।

১১. মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা টেলিফোনে গৃহীত রেকর্ডকৃত সাক্ষাৎকার, ২৭/৮/২০২০ তারিখে খাগড়াছড়ি থেকে প্রদত্ত।

১২. 'শান্তি চুক্তি ও *বাস্তবায়ন অগ্রগতি*', *শান্তি চুক্তি*, *পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৯৭, ওয়েবসাইট: https://mochta.portal.gov.bd/